''মিষ্টি বাচ্চারা - যত যত স্মরণে থাকবে, পবিত্র হবে ততই পারলৌকিক মাতা-পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলে তোমরা সদা সুখী হয়ে যাবে''

*প্রশ্নঃ - বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কোন্ শ্রীমত দিয়ে কুকর্ম থেকে রক্ষা করেন?

*উত্তরঃ - বাবা রায় দিচ্ছেন যে - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যাকিছু ধন-দৌলত ইত্যাদি আছে, সেসব নিজের কাছে রেখে দাও কিন্তু নিমিত্ত হয়ে দেখাশোনা করো। এতদিন তোমরা বলে এসেছো যে ভগবান এইসব কিছু হল তোমার। ভগবান সন্তান প্রদান করেছেন, ধন-দৌলত দিয়েছেন, এখন ভগবান বলছেন এই সবকিছু থেকে বুদ্ধির যোগ বের করে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করো, শ্রীমতে চলো তাহলে কোনও কুকর্ম হবে না। তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

*গীতঃ- বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নাও...

ওম্ শান্তি । যে বাচ্চারা বলে যে আমার মুখ চলে না, আমি কাউকে বোঝাতে পারি না - তাকে সেন্টারের ব্রাহ্মণীরা কিভাবে শেখাবে, এই শিববাবা বোঝাচ্ছেন। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো তো খুব সহজ। ছোটো বাচ্চাদেরকে চিত্র দেখিয়ে বোঝাতে হয় তাই না। এমন নয়, ক্লাসে সবাই এসে বসে আর তোমরা মুরলী পড়া শুরু করে দিলে, না, এমন করবে না। তোমাদেরকে বসে গভীর ভাবে বোঝাতে হবে। বাচ্চারা গান শুনেছে - এক হলেন পারলৌকিক মাতা-পিতা, যাঁকে স্মরণ করতে থাকে - ''তুমি মাতা-পিতা...'' তিনি হলেন সৃষ্টির রচয়িতা। মাতা-পিতা অবশ্যই স্বর্গই রচনা করবেন। সত্যযুগে স্বর্গবাসী বাচ্চারা থাকে। এখানকার মাতা-পিতা নিজেরাই হল নরকবাসী তো বাচ্চারাও নরকবাসী হয়ে থাকে। গীতে বলা আছে - নিয়ে নাও আশীর্বাদ মাতা-পিতার... তোমরা জানো যে এই সময়ের মা-বাবা তো আশীর্বাদ দেন না। স্বর্গবাসী মাতা-পিতা আশীর্বাদ করেন, যে আশীর্বাদ আবার অর্ধেক কল্প চলতে থাকে। পুনরায় অর্ধেক কল্প পরে অভিশপ্ত হয়ে যায়। নিজেও পতিত হয় তো বাচ্চাকেও পতিত বানায়। এটাকে আশীর্বাদ তো বলা হবে না। অভিশাপ দিতে দিতে ভারতবাসী অভিশপ্ত হয়ে গেছে, কতোইনা দুঃখ, এইজন্য মাতা-পিতাকে স্মরণ করতে থাকে। এখন এই মাতা-পিতা (শিববাবা) আশীর্বাদ করছেন। জ্ঞান শুনিয়ে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন। এখানে হল আসুরীক সম্প্রদায়, রাবণ রাজ্য। সেখানে হল দৈবী সম্প্রদায়, রাম রাজ্য। রাবণের জন্মও ভারতে। শিববাবা, যাঁকে রাম বলে থাকো, তাঁর জন্মও ভারতে। তোমরা যখন বাম মার্গে যাও তখন ভারতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। তো ভারতকেই রাম পরমপিতা পরমাত্মা এসে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন। রাবণ আসে, তখন সকল মানুষ পতিত হয়ে যায়। গাইতেও থাকে, রাম গেলো, রাবণ গেলো, যার অনেক পরিবার আছে। রামের পরিবার তো অনেক ছোটো। অন্যান্য সকল ধর্ম সমাপ্ত হয়ে যায়, সকলের বিনাশ হয়ে যায়। কেবলমাত্র তোমরা দেবী-দেবতারা থাকবে। তোমরা এখন যারা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো তারাই ট্রান্সফার হয় সত্যযুগে। তো এখন তোমাদের মা-বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে। মা-বাবা তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। সেখানে তো সুখ-ই সুখ। এইসময় কলিযুগে হল দুঃখ, সকল ধর্ম দুঃখী হয়ে গেছে। এখন কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ হবে। কলিযুগে অনেক মানুষ আছে, সত্যযুগে এতো মানুষ থাকবে না। যারা এখন এখানে ব্রাহ্মণ হবে, তারাই আবার সত্যযুগে দেবতা হবে। তারাও ত্রেতা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা বলে যে যীশু খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগ ছিল। বিফোর খ্রাইষ্ট, আস্টার খ্রাইষ্ট। সত্যযুগে তো একটাই ধর্ম ছিল, একটাই রাজ্য ছিল। সেখানে জনসংখ্যাও অল্প সংখ্যক হবে। কেবল ভারত থাকবে, সেখানে অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। পুনরায় সূর্যবংশীই হবে। চন্দ্রবংশীও হবে না। সূর্যবংশীকেই ভগবান-ভগবতী বলা হয়, কেননা তারা হলেনই সম্পূর্ণ।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে পতিত-পাবন তো হলেনই এক পরমপিতা পরমাত্মা। (সৃষ্টিচক্রের চিত্রের প্রতি ঈশারা করে বলছেন) দেখো, বাবা উপরে বসে আছেন। এই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো। যখন এই দেবতাদের রাজ্য থাকে তখন অন্য কোনও ধর্ম থাকে না। পুনরায় অর্ধেক কল্প পর বৃদ্ধি হতে থাকে। উপর থেকে আত্মারা নীচে আসতে থাকে, বর্ণ পরিবর্তন হতে থাকে, জীবাত্মাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। সত্যযুগে জনসংখ্যা হবে ৯ লক্ষ, পরে কোটি হবে, তারপরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। সত্যযুগে ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এমন নয়, সকল ধর্মের আত্মারা শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে! কতো অধিক মানুষ আছে। এখানেও ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে কতো পরিশ্রম লাগে! বারংবার শ্রেষ্ঠাচারী হতে হতে পুনরায় বিকারে যাওয়ার কারণে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। বাবা বলছেন আমি এসেছি,

তোমাদের কালো থেকে গোরা বানাতে, তোমরা বারংবার পতিত হয়ে যাও। অসীম জগতের বাবা তো সোজা কথা বলছেন। বলছেন - এখানে কুল কলঙ্কিত করছো, মুখ কালো করছো। তোমরা কি গোরা হবে না? তোমরা অর্ধেক কল্প শ্রেষ্ঠ ছিলে, পুনরায় কলা কম হতে থাকে। কলিযুগের অন্তে তো কলা একদমই শেষ হয়ে যায়। সত্যযুগে কেবল এক ভারত-ই ছিল। এখন তো সব ধর্ম আছে। বাবা এসে পুনরায় সত্যযুগী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্থাপন করছেন।

তোমাদেরও শ্রেষ্ঠাচারী হওয়া উচিত। কে এসে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন ? বাবা হলেন গরিবের বন্ধু। এখানে পয়সার কোনো কথা নেই। বেহদের বাবার কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য আসে তবুও লোকেরা বলে তোমরা ওখানে কেন যাও ? কত বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা জানো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের কাছ থেকে অনেক বিঘ্ন আসে। অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। কিছু স্ত্রীও অনেক হয়রানি করে। বিকারের জন্য বিয়ে করে। এখন বাবা কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞানের চিতায় বসান। এ হলো জন্ম-জন্মান্তরের কন্ট্রাক্ট (শর্ত)। এই সময় হচ্ছে রাবণের রাজ্য। গভর্নমেন্টও কত উদযাপন করে থাকে। রাবণকে দহন করে, খেলা দেখতে যায়। এই রাবণ কোথা থেকে এসেছে? রাবণের জন্ম ২৫০০ বছর হলো। রাবণ সবাইকে শোক বাটিকায় বসিয়ে দিয়েছে। সবাই অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছে। রাম রাজ্যে সবাই সুখে থাকবে। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোটি সংখ্যক মানুষ মারা গেলে লড়াই তো হবেই না! সরষের মতো সব পিষে যাবে। এখন দেখো তার প্রস্তুতি চলছে। বাবা স্বর্গ স্থাপনা করছেন। এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না। এই জ্ঞান বাবা-ই এসেই দিয়ে থাকেন এবং পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। সদ্গতি প্রদানকারী একমাত্র বাবা। সত্যযুগে হয় সদ্গতি। ওখানে গুরুর প্রয়োজন পড়ে না। এখন তোমরা এই নলেজ দ্বারা ত্রিকালদর্শী হচ্ছ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে এই জ্ঞান একেবারেই থাকবে না। তাহলে পরম্পরা ধরে এই জ্ঞান এলো কোথা থেকে? এখন কলিযুগের শেষ। বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ কর। স্বর্গের রাজধানী স্থাপনাকারী বাবাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া আর এটা পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি থাকবে না। কলিযুগের কথাকে সত্যযুগে নিয়ে গেছে। শিববাবা এসেছেন কলিযুগের অন্তিমে। আজ শিববাবা এসেছেন, কাল শ্রীকৃষ্ণ আসবেন। শিববাবা এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্টকে মিশিয়ে দিয়েছে। শিব ভগবানুবাচ – ওঁনার কাছে পড়াশোনা করেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এই পদ প্রাপ্ত করে। ওরা এরপর ভুল করে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখেছে। এই ভুল আবারও হবে। মানুষ যখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে তখনই তো বাবা এসে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলবেন। শ্রেষ্ঠাচারীই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। এই চক্রের উপর বোঝানো তো খুব সহজ। বৃক্ষেও দেখানো হয়েছে – নীচে তোমরা বসে রাজযোগের তপস্যা করছো, উপরে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য । তোমরা এখন কান্ডের নীচে বসে আছো, ফাউন্ডেশন তৈরি হচ্ছে। তোমরা জানো এরপর সূর্যবংশীয় কুলে যাব। রাম রাজ্যকে বৈকুন্ঠ বলা হয় না। বৈকুন্ঠ বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যকে। তোমাদের কাছে এখন অনেক আসবে। এগজিবিশন ইত্যাদির মাধ্যমে তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হবে। একে অপরকে দেখে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবা এসে এ'সবই বুঝিয়ে বলেন। চিত্র দিয়ে কাউকে বোঝান খুবই সহজ । সত্যযুগের স্থাপনা ভগবান এসেই করেন। তিনি আসেন পতিত দুনিয়াতে। শ্যাম থেকে সুন্দর করে তোলেন। তোমরা হলে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর বংশাবলী। প্রজাও আছে। বাবা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। নিরাকার শিববাবা আত্মাদের বসে বোঝান যে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। এটা হলো আত্মিক যাত্রা। হে আত্মারা, তোমরা নিজেদের শান্তিধাম, নির্বাণধামকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে বসে আছ। বাবা বলেন আমাকে আর নিজেদের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে। যে যত স্মরণ করবে আর পবিত্র থাকবে ততই উচ্চ পদ পাবে। তোমরা কত আশীর্বাদ পাচ্ছ - ধনবান ভব, পুত্রবান ভব, আয়ুষ্মান ভব। দেবতাদের আয়ু অনেক দীর্ঘ হয়। সাক্ষাৎকার হয় এখন এই শরীর ত্যাগ করে তারপর বাচ্চা হতে হবে। সুতরাং এটা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে – আমরা আত্মারা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে গর্ভে নিবাস করব। অন্তিম কালে যেমন মতি থাকবে তেমনই গতি হবে। বৃদ্ধ থেকে আমরা গিয়ে বাচ্চা কেন হব না! আত্মা এই শরীরের সাথে থেকেই কষ্ট অনুভব করে। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে কোনো কষ্ট অনুভব হয়না। শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল তো সব শেষ। আমাদের এখন যেতে হবে, মূললোক থেকে বাবা আসেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এটা হলো দুঃখধাম। এখন আমরা যাব মুক্তিধামে। বাবা বলেন আমি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই। যে ধর্মাবলম্বীরা আছে সবাইকেই মুক্তিধামে যেতে হবে। ওরাও পুরুষার্থ করে মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে আমার কাছে চলে আসবে। বাবাকে স্মরণ করে ভোজন করলে তোমরা শক্তি পাবে। অশরীরী হয়ে তোমরা পায়ে হেঁটে আবু রোড পর্যন্ত চলে যাও, কখনও তোমাদের ক্লান্ত লাগবে না। বাবা(ব্রহ্মা) শুরুতে এই প্র্যাকটিস করাতেন। নিজেকে আত্মা মনে করে, অনেক হাল্কা হয়ে পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। একটুও ক্লান্ত অনুভব হতো না। শরীর ছাড়া তোমরা আত্মা তো সেকেন্ডের মধ্যেই বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পার। এখানে এক শরীর ত্যাগ করে সেকেন্ডের মধ্যে লন্ডনে গিয়ে জন্ম নেয়। আত্মার মতো সূক্ষ্ম আর কোনো জিনিস হয় না। সুতরাং এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিতে

এসেছি। এখন আমাকে (শিব বাবাকে) স্মরণ করো। এখন প্র্যাকটিক্যালি তোমরা বেহদের পারলৌকিক বাবার আশীর্বাদ পাচ্ছো। বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম মত দিচ্ছেন। ধন- দৌলত ইত্যাদি সব তোমরা নিজেদের কাছে রাখ, শুধুমাত্র ট্রাস্টি হয়ে চলো। তোমরা বলেও এসেছো– হে ভগবান এ'সবকিছুই তোমার। ভগবান সন্তান দিয়েছেন, ভগবান এই ধন-দৌলত দিয়েছেন। আচ্ছা, এরপর ভগবান এসে বলছেন এইসব কিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে চল। শ্রীমত অনুসারে চললে বাবা জানতে পারবেন যে তোমরা কোনো কুকর্ম করছ না। শ্রীমত অনুসারে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। আসুরিক মতে চলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাও। ভ্রষ্ট হতে তোমাদের অর্ধেক কল্প লেগেছে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হও তারপর ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে, এতেও সময় লাগে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) চলতে-ফিরতে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। ভোজন এক বাবার স্মরণে থেকে খেতে হবে।

২) মাতা-পিতার আশীর্বাদ নিতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। কোনও কুকর্ম করবে না।

বরদানঃ- অনাসক্ত হয়ে লৌকিককে সন্তুষ্ট করেও ঈশ্বরীয় উপার্জন জমা করে রহস্যযুক্ত ভব

কিছু বাচ্চা লৌকিক কার্য, লৌকিক প্রবৃত্তি, লৌকিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্টও করতে থাকে আবার ঈশ্বরীয় উপার্জনের রহস্য জেনে নিজের জন্য বিশেষ লাভও করে। এইরকম একনামী আর ইকোনমি করা বাচ্চারা, যারা সকল খাজানা, সময়, শক্তি আর স্থুল ধনকে লৌকিক থেকে ইকোনমি করে অলৌকিক কার্যে মহান হৃদয়ের সাথে প্রয়োগ করে। এইরকম যুক্তিযুক্ত, রহস্যযুক্ত বাচ্চারাই মহিমার যোগ্য হয়।

স্লোগানঃ- স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যারা প্রতিটি কর্ম করে তারাই লাইট হাউস (প্রকাশ স্তম্ভ) হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;